সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার
(Cultural and Educational Rights)

গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হল সুচিন্তিত, পরিণত, সচেতন, আলোকিত, সুশিক্ষিত জনমত। জনগণ যদি অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কু-সংস্কার, কু-সংস্কৃতির আবরণে আবৃত থাকে তবে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ কখনই সম্ভব নয়। এহেন পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক, তাই ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের (Part-III) 29 এবং 30 নং ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার (Cultural and Educational Rights) স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সচেতন, আলোকিত রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এর দ্বারা সুদৃঢ় গণতন্ত্র গঠনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

29 ধারা: সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা (Protection of Interest of Minorities):

ভারতীয় সংবিধানের 29 নং ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের সকল সম্প্রদায়কে নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি লিপি সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে সরকারি বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম, মূলবংশ, বর্ণ, ভাষা, কোনো নির্বিশেষে প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

30 ধারা: সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার অধিকার (Right of Minorities to establish and administer educational Institutions):

ভারতীয় সংবিধানের 30 নং ধারা অনুসারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারেন। সরকার কর্তৃক আর্থিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

2005 সালে 93 তম সংশোধনী আইনে [The Constitution (93th Amendment) Act, 2005] বলা হয়েছে যে, সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের নাগরিক বা তফসিলি উপজাতি বা জাতিদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। সংবিধানের 30(1) ধারা অনুযায়ী সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

শিক্ষার অধিকার (Right to Education) :

2002 সালে 86 তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা [The Constitution (86th Amendment) Act, 2002] 21(a) ধারাটি সংযুক্ত করে শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক (Free and Compulsory) শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (Part-III) 29 এবং 30 নং ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত অধিকার (Cultural and Educational Rights) স্বীকৃতির মাধ্যমে সমৃদ্ধ, সুশিক্ষিত বিবেচিত, পরিমার্জিত রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার প্রয়াস অবলম্বন করা হয়েছে যা প্রকৃতি সুষ্ঠু কার্যকারী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলার সহায়ক।

— o —